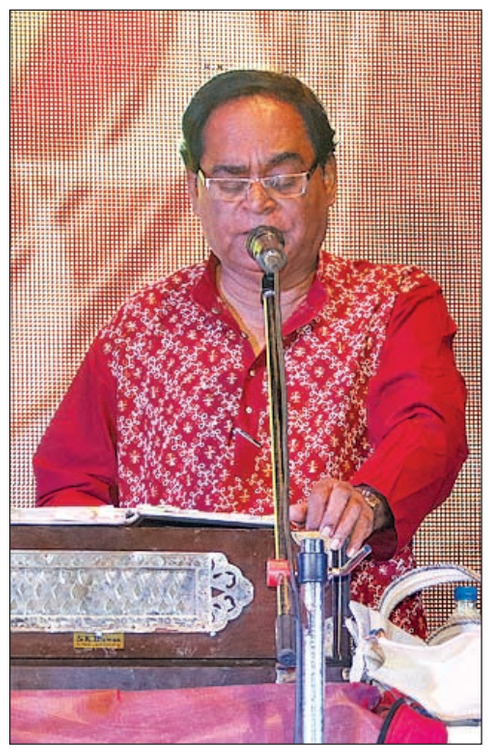

উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর শারদ সম্মান অনুষ্ঠানে বুধবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে গান গাইছেন ঈশিতা ঘোষ (বাঁদিকে) এবং সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায় (ডানদিকে)। ছবি দুটি তোলা সৌরভ জোয়ারদারের। মাঝখানে– অর্চক-এর নৃত্যানুষ্ঠানের ছবিটি তুলেছেন তপন দাস।

শিলিগুড়ি পুরনিগম বঞ্চিত, অভিযোগ করলেন মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ অক্টোবর ঃ রাজ্যের অন্যান্য পুরসভা ঠিকমতো অর্থ পেলেও বামফ্রন্ট পরিচালিত শিলিগুড়ি পুরনিগম বঞ্চিত কেন, তা নিয়ে ফের প্রশ্ন তুললেন মেয়র তথা বিধায়ক অশোক ভট্টাচার্য। এইসব বিষয় নিয়ে তিনি পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে দেখা করে দাবিদাওয়া নিয়ে চিঠিও দিয়েছেন বলে জানান। অশোকবাবু বলেন, পুরমন্ত্রী তাঁকে জানিয়েছেন, কিছু আর্থিক অসুবিধার জন্য শিলিগুড়ি পুরনিগমকে অর্থ দেওয়া যাচ্ছে না। মেয়র অশোক ভট্টাচার্য অবশ্য তা মানতে রাজি নন। তাঁর প্রশ্ন, রাজ্যের অন্য পুরসভাগুলি ঠিকমতো অর্থ পেলেও শিলিগুড়ি পুরনিগম কেন পাবে না ? ওই পুরনিগম বিরোধী বামফ্রন্ট পরিচালিত বলেই এমন বঞ্চনা বলে তাঁর অভিযোগ।

রাজ্য সরকারের কাছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের পাওনা টাকা নিয়ে বিশদ তথ্য পেশ করেছেন মেয়র। বুধবার বিধানসভা ভবনে তিনি জানান, ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭ ও ২০১৭-২০১৮ আর্থিক বর্ষের জন্য বহু অর্থ তাঁদের বকেয়া আছে। এই বিষয়ে একাধিকবার তিনি পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে কথা বলেছেন। এদিনও এই প্রাপ্য নিয়ে তিনি বিশদে জানিয়েছেন। বারবার প্রাপ্য অর্থ নিয়ে পুরমন্ত্রীর কাছে দরবার করা সত্ত্বেও সেই অর্থ না পেলে তাঁরা আন্দোলনে নামবেন বলে ক্ষুব্ধ মেয়র জানান।

অশোকবাবুর অভিযোগ, রাজ্যের কাছে বিপুল অর্থ বকেয়া থাকায় শিলিগুড়ির উন্নয়ন সংক্রান্ত বহু কাজ ব্যাহত হচ্ছে। এর আগে পুরমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতেও তিনি অনুযোগ করেন, বর্তমান আর্থিক বছরের ৬ মাস অতিক্রান্ত হলেও প্রাপ্য অর্থ মেলেনি। যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে অর্থ পেলেও তৃতীয় রাজ্য অর্থ কমিশন ও চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রাপ্য অর্থ শিলিগুড়ি পুরনিগম পায়নি। এর ফলে অন্য পুরসভাগুলির মতো শিলিগুড়িতে স্বচ্ছ ভারত মিশন, সবার জন্য আবাসন, বিএমএস, গীতাঞ্জলি গ্রিন সিটি প্রকল্প ইত্যাদি রূপায়িত করা যাচ্ছে না। এইসব প্রকল্প না হওয়ায় দৃশ্যত ক্ষুব্ধ ও হতাশ মেয়র জানান, রাজনৈতিক কারণেই এই বঞ্চনা। রাজ্যের কাছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের কয়েকশো কোটি টাকা পাওনা আছে।

কাঁচা পাতার দাম তলানিতে, সংকটে ছোটো বাগানগুলি

চালসা, ১১ অক্টোবর ঃ কাঁচা চা পাতার দাম না পেয়ে পুজোর মরশুমে মারাত্মক সমস্যায় পড়েছে ডুয়ার্সের ছোটো চা বাগানগুলি। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে কয়েকটি ছোটো চা বাগান অস্থায়ী শ্রমিকদের কাজ থেকে বসিয়ে দিয়েছে। শুধুমাত্র স্থায়ী শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। ক্ষুদ্র চা চাষিদের সংগঠনগুলি জানিয়েছে, কাঁচা চা পাতার দাম ৪-৫ টাকা প্রতি কেজিতে নেমে এসেছে। ফলে ক্ষুদ্র চা বাগান শ্রমিকদের তো বটেই, মালিকদেরও এখন ভয়ংকর অবস্থা।

বিক্রি না হওয়ায় পড়ে আছে কাঁচা চা পাতা। ছবি ঃ রহিদুল ইসলাম

পুজোর কয়েকদিন চা বাগানগুলিতে পাতা তোলা বন্ধ থাকায় এই সময় পাতার জোগান অনেকটাই বেড়ে যায়। এবার বড়ো বাগানগুলিতে উৎপাদন ভালো থাকায় তারা নিজেদের পাতা দিয়েই উৎপাদন করছে। ডুয়ার্সের অধিকাংশ বড়ো বাগান বাইরে থেকে এখন কাঁচা পাতা কিনছে না। ফলে ছোটো বাগানগুলির মালিকরা কাঁচা পাতা বিক্রির জন্য পুরোপুরি বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলিও এবার ওই পাতা ফিরিয়ে দিতে শুরু করেছে।

বুধবার মেটেলির একটি ছোটো চা বাগানের ম্যানেজার নকুল ছেত্রী বলেন, 'প্রায় ১৫ কুইন্টাল পাতা বিক্রি করা যায়নি। মঙ্গলবার তিনটি বড়ো বাগানে গিয়েও ওই পাতা ফিরিয়ে আনতে হয়েছে। তাই বুধবার শুধু স্থায়ী শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো হয়েছে। অস্থায়ী শ্রমিকদের ছুটি দেওয়া হয়েছে। আগে যেখানে প্রতি কেজি কাঁচা পাতা ১৫-১৭ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে তাই এখন ৪-৫ টাকা কেজিতে নেমে এসেছে। এত কম দামে পাতা বিক্রি করে শ্রমিকদের মজুরির টাকাই তো দেওয়া যাবে না। তার উপর বাগানের অন্য খরচ তো রয়েইছে। ওই বাগানের শ্রমিক নেতা রাব্বু আলম বলেন, বড়ো বাগানগুলি পাতা না কেনার ফলেই এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আমরাও চিন্তিত।'

একই অবস্থা মাল ব্লকের অন্য ক্ষুদ্র চা বাগানগুলিতেও। মেটেলির বাতাবাড়ির একটি ছোটো চা বাগানের মালিক মুন্না রাজভর বলেন, কাঁচা পাতার দাম না থাকায় আর পাতা তোলা যাচ্ছে না। ডুয়ার্স ক্ষুদ্র চা চাষি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সম্পাদক আবু কাসেম বলেন, 'আমাদের সংগঠনের আওতায় প্রায় ৯৬টি বাগান রয়েছে। ব্যাপক সমস্যা তৈরি হয়েছে। ৪-৫ টাকা কেজি দরে কাঁচা পাতা বিক্রি করতে হলে আমরা তো মারা পড়ব।' কুমলাই ক্ষুদ্র চা চাষি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সভাপতি রতন অধিকারী বলেন, এখন নিজের পকেট থেকে শ্রমিকদের মজুরি দিতে হচ্ছে। দ্রুত সমস্যা সমাধানে প্রশাসনকে এগিয়ে আসার দাবি জানিয়েছি আমরা।

ডুয়ার্সের মতো এতটা না হলেও তরাইয়ের ছোটো চা বাগানগুলিও কাঁচা পাতা নিয়ে সংকটে পড়েছে। নর্থবেঙ্গল স্মল টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক নিতাই মজুমদার বলেন, এখানেও কাঁচা পাতার দাম একেবারেই কমে গিয়েছে। এখনও বড়ো বাগানগুলি পাতা ফেরত পাঠাচ্ছে। পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্‌বেগজনক।

চালসার পিপিএস বটলিফ ফ্যাক্টরির এমডি অমিত আগরওয়াল বলেন, আমাদের চা পাতা নেওয়ার একটা ঊর্ধ্বসীমা থাকে। তার বেশি পাতা আমরা নিতে পারি না। বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু চা পাতার গাড়ি আসছে। কিন্তু সব পাতা তো আর নেওয়া যায় না। তাই অনের গাড়িই ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে। আমাদেরও কিছু করার নেই। তবে, দ্রুত সমস্যা মিটে যাবে বলে আশা করছি।

উত্তরবঙ্গে আরও নতুন বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ অক্টোবর ঃ আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সহ রাজ্যে ৩২০টির বেশি নতুন বাস চালু হবে। মিরিক থেকে দার্জিলিং অবধিও নতুন বাস চালু হবে বলে পরিবহণমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এদিন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, রাজ্যে গণপরিবহণ ব্যবস্থার আরও উন্নয়ন চান তাঁরা। ১ ডিসেম্বর থেকে এনবিএসটিসি সহ রাজ্যে ৩২০টি নতুন বাস চালু হবে। ধাপে ধাপে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধির চেষ্টাও হবে।

আপনার মতামত

আজকের প্রশ্ন

? নদীতে ছটপুজো নিয়ে গ্রিন ট্রাইবিউনালের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা কি প্রশাসনের পক্ষে সম্ভবপর হবে ?

SMS করুন।

আপনার মোবাইলের মেসেজ **option** থেকে **type** করুন UBSOPINION স্পেস দিয়ে লিখুন **YES** বা **NO** পাঠিয়ে দিন **575756** নম্বরে বিকেল চারটের মধ্যে।

গতকালের মতামত

? গুজরাট-মহারাষ্ট্রের মতো পশ্চিমবঙ্গেও কি ভ্যাট কমিয়ে পেট্রোল-ডিজেলের দাম কমানো উচিত ?

হ্যাঁ	না
৮৪%	১৬%

দিনের কথা

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সংক্রান্ত শীর্ষ আদালতের রায়ের সঙ্গে আধার কর্মসূচির কোনো বিরোধ নেই।

—অরুণ জেটলি

(কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে)

আবহাওয়া

১১ অক্টোবরের তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	৩৪.২	২৬.১
শিলিগুড়ি	৩২.৭	২৬.২
জলপাইগুড়ি	৩৩.১	২৫.০
কোচবিহার	৩৪.৫	২৬.৩
মালদা	৩৪.০	২৫.৯
রায়গঞ্জ	৩৩.৩	২৬.৫
আলিপুরদুয়ার	৩৪.২	২৫.৭
গ্যাংটক	২১.৩	১৫.২

বৃহস্পতিবারের পূর্বাভাস ঃ পরিষ্কার আকাশ।

উদ্ধার শব্দবাজি গ্রেফতার একজন

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর ঃ গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে কয়েক লক্ষ টাকার শব্দবাজি উদ্ধার করল পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। পাশাপাশি নিষিদ্ধ শব্দবাজি বিক্রি করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে এক ব্যবসায়ীকেও। বুধবার শিলিগুড়ির পাঞ্জাবিপাড়ায় এই অভিযান চালানো হয়। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে উদ্ধার করা বাজির মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে চকোলেট বোমা ও লংকা পটকা। এদিন পুলিশের কাছে খবর আসে, এক ব্যবসায়ী অবৈধ শব্দবাজি মজুত করে রেখেছে। সেইমতো পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ ওই ব্যবসায়ীর গোডাউনে হানা দেয়।

ছেলেকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ

ক্রান্তি, ১১ অক্টোবর ঃ ঘুমন্ত ছেলেকে কুড়োল দিয়ে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল বাবার বিরুদ্ধে। বুধবার বেলা ১১টা নাগাদ মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে মাল থানার অন্তর্গত যোগেশচন্দ্র চা বাগানের মালহাটি ডিভিশনের বট লাইন এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ছেলেকে খুন করার ঘটনায় অভিযুক্ত মিনথু ওরাওঁ-কে এলাকার লোকজন পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দেন। ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতকে বৃহস্পতিবার আদালতে তোলা হবে। মৃত ১২ বছরের বালক সুশান্ত ওরাওঁয়ের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের মর্গে এদিনই পাঠানো হয়েছে। খুনে ব্যবহৃত অস্ত্রটিও উদ্ধার করেছে পুলিশ।

এজেন্সি মারফত নিয়োগ করছে এনবিএসটিসি

কোচবিহার, ১১ অক্টোবর ঃ সংস্থার পুনরুজ্জীবন ও পরিসেবার মানোন্নয়নের স্বার্থে ফের বাসচালক ও কনডাক্টর নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি)। নিগম সূত্রে খবর, এজেন্সি মারফত চুক্তির ভিত্তিতে ২৪৫ জন বাসচালক ও ২১৬ জন কনডাক্টরকে নিয়োগ করা হবে। এনবিএসটিসি-র চেয়ারম্যান মিহির গোস্বামী জানান, বাসচালক ও কনডাক্টর নিয়োগের জন্য তাঁরা অনেকদিন ধরেই রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছিলেন। সম্প্রতি অর্থ ও পরিবহণ দপ্তর সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে। রাজ্য মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক, এনবিএসটিসি কর্তৃপক্ষ টেন্ডারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট এজেন্সিকে বেছে নেবে। এরপর সেই এজেন্সিই চুক্তির ভিত্তিতে বাসচালক ও কনডাক্টর নিয়োগের ব্যবস্থা করবে। নতুন এজেন্সির মারফত নিযুক্ত হওয়া এই নয়া চুক্তিভিত্তিক কর্মীরাও অন্য চুক্তিভিত্তিক বাসচালক ও কনডাক্টরদের সমতুল্য সুযোগ-সুবিধা ও বেতন পাবেন। আগামী তিন মাসের মধ্যেই এই নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে বলে জানান মিহির। চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুবলচন্দ্র রায়ও।

রাজ্যে বাম আমলের শেষের দিকে কার্যত মুখ থুবড়ে পড়ে এনবিএসটিসি। এরপর ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর নিগমকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে বেশ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়। পরপর কয়েকটি ধাপে এনবিএসটিসি-র কয়েকশো কর্মীকে ভিআরএস দেওয়া হয়। পাশাপাশি, চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ করে পরিসেবার মান বাড়ানোর প্রয়াসও শুরু করে কর্তৃপক্ষ। কেনা হয় বেশকিছু বাস। তবে এখনও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম কর্মী নিয়েই নিগমের কাজ চালাতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। ফলে অতিরিক্ত সময় কাজ করতে হচ্ছে চালক ও কনডাক্টরদের। সেই সমস্যা মেটাতেই এবার ফের চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিল এনবিএসটিসি কর্তৃপক্ষ।

নিগম সূত্রে খবর, আপাতত প্রায় ৭০০টি বাস চালাচ্ছে তারা। বাস চালানোর দায়িত্বে রয়েছেন মোট ১ হাজার ১৪৩ জন। এর মধ্যে স্থায়ী বাসচালক রয়েছেন ৩৪০ জন ও চুক্তিভিত্তিক চালক রয়েছেন ৮০৩ জন। অন্যদিকে, ২২৫ জন স্থায়ী ও ৮৫৭ জন চুক্তিভিত্তিক মিলিয়ে মোট কনডাক্টরের সংখ্যা ১০৮২। এই অবস্থায় নতুন করে চুক্তিভিত্তিক আরও ২৪৫ জন চালক ও ২১৬ জন কনডাক্টর নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে সংস্থায় সবমিলিয়ে এখন চালকের সংখ্যা হচ্ছে ১৩৮৮ জন এবং কনডাক্টর থাকছে মোট ১২৯৮ জন। তবে নানা মহলে প্রশ্ন উঠছে, এর আগে নিগমের তরফ থেকে সরাসরি চুক্তিভিত্তিকভাবে বাসচালক ও কনডাক্টর নিয়োগ করলেও এবার এজেন্সি মারফত তা করা হচ্ছে কেন ? এই প্রসঙ্গে মিহিরবাবু বলেন, 'এর আগে রাজ্যের অন্য পরিবহণ নিগমগুলি এভাবে কর্মী নিয়োগ করেছে। তাছাড়া, মন্ত্রীসভাতেও এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। যদিও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সংস্থার এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানান, নিগম সরাসরি চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ করলে পরে ওই কর্মীরা স্থায়ীকরণের দাবি তোলেন। মামলা মোকদ্দমাও চলে। এইসব ঝামেলা এড়াতেই এজেন্সি মারফত কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

চক্ষুদান বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর ঃ চক্ষুদান বাধ্যতামূলক করেছে শ্রীলঙ্কা। বিশ্বের ৫৭টি দেশ ইতিমধ্যেই এবিষয়ে উদ্যোগী হয়েছে। এবার ভারতেও তা বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব দিলেন কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রী কে জে আলফান্সো। এ বিষয়ে কেন্দ্রের কাছে একটি আইন তৈরির আবেদন জানান তিনি। আলফান্সোর বক্তব্য, ভারতে এখনও প্রয়োজনের তুলনায় চক্ষুদানের হার যথেষ্ট কম। প্রতি ৮৫ লক্ষ মানুষের মধ্যে মাত্র ২৫ হাজার জন চক্ষুদান করেন। অথচ দেশে দৃষ্টিহীনের সংখ্যা বেশ কয়েক লক্ষ। তাঁদের সবাইকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে হলে এদেশে মৃত্যুর পর চক্ষুদান বাধ্যতামূলক করা জরুরি। এজন্য কেন্দ্রকে উদ্যোগী হতে হবে বলে মত পর্যটনমন্ত্রীর। আগামী ১২ অক্টোবর বিশ্ব দৃষ্টি দিবস উপলক্ষ্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে দিল্লির ২৫০টি জায়গায় চক্ষুদানের বিষয়ে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

দল ও পদ ছাড়লেন মুকুল

প্রথম পাতার পর

এটা কাঁচা রাজনীতি বলেই তিনি মনে করেন। দলের নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে দলনেত্রী চাকরবাকরের মতো ব্যবহার করতেন বলে মুকুল যে অভিযোগ তুলেছেন তাকে নস্যাৎ করে দিয়ে তিনি বলেন যে, দলীয় কর্মীরা তাঁদের চাকরবাকর নন, সবাই সহকর্মী। আসলে তিনি নিজেই জমিদারি মেজাজ নিয়ে দলের মধ্যে নিজের জমিদারি চালাতে চেয়েছিলেন। দলের একনায়কতন্ত্র নিয়ে মুকুলবাবুর অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ওঁনার শিক্ষাদীক্ষা নেই তাই ওই কথা বলছেন। তাঁদের দলের রোল মডেল হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই নেত্রীই তাঁকে কাঁচরাপাড়া থেকে তুলে দলের নেতা, সাংসদ, মন্ত্রী বানিয়েছিলেন।

তিনি বলেন, দলে থেকে মুকুল দলকে দুর্বল করার চেষ্টা চালিয়েছেন, দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছেন। তাঁরা মনে করেন তাঁদের দল একটাই। দলনেত্রীও হলেন একজন। মুকুলবাবুকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, উনি রাজনীতির চাইতে রেলের ব্যবসার ব্যাপারটাই ভালো বোঝেন। কারণ অতীতে আবুর সঙ্গে রেলের মাল নিতেন। তাই রেলটাই ভালো বোঝেন উনি। মুকুলবাবু তৃণমূল কংগ্রেসকে কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে যাওয়ার যে উপদেশ দিয়েছেন সে ব্যাপারে করা প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, যিনি দলের লোক নন, তাঁর উপদেশে কী আসে যায়।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু দুজনের

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর ঃ বুধবার রাতে শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন দাগাপুর এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মারা গেলেন এক মহিলা সহ দুজন। আহত হয়েছেন আরও একজন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন রাতে একটি ছোটো গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় ধারে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ কয়েকটি মোটর বাইকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুজনের। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত দুজনের মধ্যে একজনের পরিচয় জানা গিয়েছে। তাঁর নাম সেলিম মণ্ডল। মৃত মহিলার পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। আহত ব্যক্তিকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার কথা জানার পর প্রধাননগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে গাড়িটিকে আটক করেছে। চালকের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

লরির পিছনে ধাক্কায় জখম ঃ পথ দুর্ঘটনায় জখম হলেন বেশ কয়েকজন বাসযাত্রী। তবে কারোরই চোট গুরুতর না হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার পরই তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ফুলবাড়ির জটিয়াখালিতে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়িগামী বাসটি একটি ট্রাককে পিছন থেকে ধাক্কা মারলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। জখম বাসযাত্রীদের শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য। তবে আঘাত গুরুতর না হওয়ায় তাঁদের কাউকেই হাসপাতালে ভরতি নেওয়া হয়নি।

বিনয়ের সভায়

প্রথম পাতার পর

এখান থেকে বিনয় সোজা ডেলোয় যান। কিন্তু সেখানে স্যামুয়েল গুরুং, কল্পনা তামাং এবং কালিম্পং পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার কুণাল আগরওয়াল ছাড়া অন্য কোনো নেতাই উপস্থিত ছিলেন না। ফলে কিছুটা হোঁচট খায় মোর্চার বিদ্রোহী এই শিবির। সেখানে কালিম্পংয়ের মোর্চার বাকি ১৮ জন কাউন্সিলারের কেউই যেমন উপস্থিত হননি, তেমনই জেলা সভাপতি আর বি ভুজেল, বিধায়ক সরিতা রাই সহ যেসব নেতা-নেত্রী মাঝে বিনয়দের পাশে থাকার আভাস দিয়েছিলেন তাঁরাও কেউ এদিন ডেলোয় যাননি। ফলে বিনয় সেখানে কোনো বৈঠক করেননি। তবে, ডেলোয় তিনি একটি সভা করেন। সেই সভায় তিনি দার্জিলিংয়ের সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়াকে আক্রমণ করে দ্রুত বিজেপি-কে গোর্খাল্যান্ড নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করার দাবি তোলেন। তিনি বলেন, 'আমরা গোর্খাল্যান্ড নিয়ে দ্রুত ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হোক সেটাই চাই। কিন্তু বিজেপি-কে সবার আগে অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে।' তিনি বলেন, 'বিমল গুরুংয়ের নির্দেশেই আমরা রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনায় গিয়েছিলাম। কিন্তু তারপরেও কেন আমাদের ওপরে এত রাগ তা বুঝতে পারছি না।' বিনয় এদিন সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, 'দার্জিলিং, কার্সিয়াং পুরসভার সিংহভাগ কাউন্সিলার আমাদের সমর্থন করেছে। অনেকেই ১৬ অক্টোবর বৈঠকে কী হবে সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন। কিন্তুকালিম্পংয়ের কাউন্সিলাররা আমাদের দিকে থাকবেন না অন্যদিকে যাবেন সেব্যাপারে তাঁদের ১৬ অক্টোবরের আগেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তা না হলে ১৭ অক্টোবর ট্রেন ছেড়ে যাবে। তখন আর টিকিট পাওয়া যাবে না। আমরা কারও দায়িত্ব নেব না।' পাহাড়ের রাজনৈতিক মহল এবং মোর্চা নেতাদের একাংশ এই মন্তব্যকে বিমল অনুগামীদের প্রতি হুমকি বলেই মনে করছে। এদিন এক অডিয়ো বিবৃতিতে বিমল বলেছেন, '১৬ অক্টোবর নবান্নের বৈঠক গুরুত্বহীন।' বিনয়দের ফের বিশ্বাসঘাতক বলে মন্তব্য করে বিমল বলেছেন, 'মদন তামাং হত্যা মামলায় অভিযুক্ত যাঁরা বর্তমানে জামিনে রয়েছেন তাঁদের জোর করে ভয় দেখিয়ে বিনয় তামাংদের শিবিরে ভেড়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। না হলে পুলিশ দিয়ে গ্রেফতার করানো হচ্ছে। এটা ভালো হচ্ছে না। পাহাড়ের মানুষ এসব মেনে নেবেন না।'

চিকুনগুনিয়ার জন্যই অজানা জ্বর

প্রথম পাতার পর

হওয়ায় মৃত্যুর কারণ চেপে যাওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। এই অভিযোগ উঠেছে বাপন দে-র মৃত্যুর ক্ষেত্রেও। গৌতমবাবু বলেন, 'সিএমওএইচ-কে বলেছি তদন্ত করতে।' রক্ত পরীক্ষার পর যে রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে কোনো টেকনিক্যাল সমস্যা রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে রক্তের নমুনা কলকাতায় পাঠানো হচ্ছে বলে তিনি জানান। এত মানুষ অজানা জ্বরে কেন আক্রান্ত হচ্ছেন, তা খতিয়ে দেখার জন্য বাইরের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়ার দাবি উঠেছে। তবে তা নস্যাৎ করে দিয়েছেন মন্ত্রী। মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকদের ওপর যে তাঁর আস্থা রয়েছে, তা পরিষ্কার করে দেন তিনি। বলেন, 'এখানে দুজন পতঙ্গবিদ রয়েছেন। তাঁরা কাজ করছেন। বাইরের কাউকে নিয়ে আসার প্রয়োজন নেই।'

এদিকে, ডেঙ্গুর উপসর্গ নিয়ে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন গেটবাজারের বাসিন্দা শুক্লা ধরের মৃত্যু হয় বুধবার। চাহিদা অনুযায়ী টাকা দিতে না পারায় মৃতদেহ আটকে রাখার অভিযোগ ওঠে। যদিও তা মানতে নারাজ ওই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। গৌতমবাবুর বক্তব্য, সকলকেই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।

মাহালি পরিবার এখন সবার কাছেই ব্রাত্য

প্রথম পাতার পর

তারপর ওই পরিবারকে নিয়ে নকশালবাড়ির দলীয় দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূল আনুষ্ঠানিকভাবে পরিবারটিকে দলে যোগ দেওয়ায়। সেখানে মন্ত্রী আশ্বস্ত করেছিলেন, ওই পরিবারটিকে বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের সুযোগ পাইয়ে দেওয়া হবে। তৃণমূল এই পরিবারটির পাশে রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে বলেও তিনি জানিয়েছিলেন। এই খবর বিভিন্ন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সম্প্রচারিত হতেই দেশজুড়ে বিতর্কের ঝড় ওঠে। সন্ধ্যায় ওই পরিবারকে আবার শিলিগুড়িতে তুলে এনে গৌতম দেব সাংবাদিক বৈঠক করেন। সেখানে রাজু মাহালির স্ত্রী গীতা বলেছিলেন, 'আমরা নিজের ইচ্ছেতেই তৃণমূলে এসেছি।' বিজেপি-র অভিযোগ ছিল স্বেচ্ছায় নয়, তৃণমূলের নিয়মিত হুমকি, চাপেই মাহালি পরিবার কয়েকদিন লুকিয়ে থাকার পরে বাধ্য হয়েই তৃণমূলে যোগ দিয়েছে।

ঘটনার পরে প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস কেটে গিয়েছে। মাহালি পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা যে জায়গায় ছিল সেই জায়গাতেই রয়েছে। ঘরে টিনের বেড়া, টিনের চাল যেখান দিয়ে একটু বেশি বৃষ্টি হলেই জল পড়ে, বারান্দায় যে উনুনে রান্না করে অমিত শাকে খাইয়েছিলেন সেই উনুনেই এখনও রান্না করছেন। বারান্দায় যে জায়গায় রান্না করেন সেই জায়গায় ঘেরা দেওয়া বেড়াও ভেঙে পড়ার জোগাড়। বুধবার সকালে বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, কাজ মেলায় রাজুবাবু সকালেই কাজে চলে গিয়েছেন। গীতাদেবীও চা পাতা তুলতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন। সংসারের অবস্থা জানার ইচ্ছে প্রকাশ করতেই কার্যত ক্ষোভ ঝরে পড়ল গীতাদেবীর গলায়। ছলছল চোখে তিনি বললেন, 'আমরা তো গরিব মানুষ। একটা মানুষকে একবেলা খাইয়ে শুধু বদনামই পেলাম। আমরা তো কোনোদিন কোনো রাজনৈতিক দল করিনি। এলাকার বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য এসে বললেন, 'দেশের একজন নেতা আসবেন। আমার বাড়িতে খাবেন। আমিও অতিথিকে খাওয়াতে পারব জেনে রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু তার পর থেকে যা হল তা আর বলে কী হবে। তৃণমূল অনেক আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু দেখুন না বাড়িটার কী অবস্থা। একটা গ্যাসের সংযোগের জন্য কতদিন ধরে ছুটছি। কেউ গ্যাসের ব্যবস্থাও করে দিল না। একদিন দুজনে কাজে না গেলে উনুন জ্বলে না। বদনাম ছাড়া আর কিছুই পেলাম না।' স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বিজেপি-র সাধনা মণ্ডল বলেন, 'ওই পরিবার তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর থেকেই আমরা আর ওই বাড়িতে যাইনি। কেনানা ওখানে গেলে আবার তৃণমূল ভাবতে পারে আমরা পরিবারটিকে ভাঙতে এসেছি। তবে রাস্তায় দেখা হলে কথা বলি।' দলের দার্জিলিং জেলা সভাপতি প্রবীণ আগরওয়াল বলেন, 'আমরা তো পরিবারটিকে দলে ঢোকাইনি। তৃণমূল ওই গরিব পরিবারকে প্রভাব খাটিয়ে দলে ভিড়িয়েছিল। এখন আর পরিবারটিকে দেখছে না।'